দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 APR 1987
পৃষ্ঠা 3 কলাম 4

শিক্ষাঙ্গনে

অবহেলিত এক মাদ্রাসার কথা

নারায়ণগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা তদবিরের পর অত্র প্রতিষ্ঠানে দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। সমগ্র নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্য কোন মাদ্রাসায় পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল না। ১৯৮৭ সনেই প্রথম বারের মত নারায়ণগঞ্জ জেলার কোন একটি মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গত ১৬ এপ্রিল থেকে সারা দেশে দাখিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। অতীতে এ জেলার ছাত্রদের দূর দূরান্তে গিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হত। এখন থেকে ছাত্রদের সেই ভোগান্তি অনেকাংশে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান জেলা শহর। এই শহরের ইতিহাস বহু প্রাচীন। রাজধানী ঢাকা শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী শহর এটি। অথচ এই শহরে মাত্র একটি আলিম ও একটি ফাজিল মাদ্রাসা আছে। আর সেই ফাজিল মাদ্রাসাটি হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ জেলার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানের সন্নিকটে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা। বর্তমানে অবহেলিত এই মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ছিল ১৯৫২ সালে।

মাদ্রাসাটির পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মোটামুটি ভাল। যে এলাকায় মাদ্রাসাটি অবস্থিত তা শহরের কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তই বলা যায়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ প্রধান সড়কের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত ঈদগাহ এবং উত্তর দিকে স্টেডিয়াম। আর ঈদগাহের পরই মাদ্রাসার স্থিতি। মাদ্রাসার সামনে একটি সুন্দর চতুষ্কোণাকৃতি পুকুর আছে। আবার পুকুরটির অপর পার্শ্বে রয়েছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চ বিদ্যালয়। ব্যক্তিক্রমধর্মী বলার কারণ এই যে, সেখানে বাংলা ও ইংরেজীর পাশাপাশি আরবীর উপরও ছাত্রদের শিক্ষা দেয়া হয়। তাই এ এলাকায় অদ্যাবধি শিক্ষার পরিবেশ বজায় আছে।

মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৩৫ বছরেও এর তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। সঠিক উদ্যোগ ও অর্থের অভাবেই মূলতঃ উন্নতি করা সম্ভব হয়নি। মাদ্রাসার দু'টি একতলা ভবন রয়েছে। এর একটি অনেক পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সেমি পাকা ধরনের। তাই প্রতিবারই ঝড়ে এর ক্ষতি হত। কিন্তু এবার এর কিছুটা সংস্কার করা হয়েছে। তবুও যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। অপর অংশটি গড়া হয়েছে ৪/৫ বছর পূর্বে। তবে অর্থের অভাবে কাজ তখন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। দোতলার কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল কিন্তু তাও অল্প কিছুদিন পর আবার বন্ধ হয়ে যায়। বিগত ছয় মাস যাবত ঐ অবস্থায়ই রয়েছে।

২২ জনের মত শিক্ষকসহ মোট ২৮ জন এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত আছেন। এই মাদ্রাসাতে তিনশতাধিক ছাত্র বর্তমানে অধ্যয়নরত আছে। এর মধ্যে ৬০ জনের মত ছাত্র মাদ্রাসা বোর্ডিং-এ থাকে। এটি লিল্লাহ বোর্ডিং। মাদ্রাসার বোর্ডিংটিও মূল মাদ্রাসা ভবনের ৩/৪টি শ্রেণীকক্ষ দ্বারা চালানো হচ্ছে। এক একটি কক্ষে যে ক'জন ছাত্র থাকা দরকার তার প্রায় তিনগুণ করে ছাত্র থাকে। বৃষ্টি হলে ঘরের মধ্যে পানি প্রবেশ করে বিনা বাধায়। বোর্ডিংটির খরচ নির্বাহ করা হয় প্রধানতঃ কোরবানীর চামড়া ও জাকাতের অর্থ দ্বারা।

মাদ্রাসাটি এখন পরীক্ষা কেন্দ্র হওয়াতে এর গুরুত্ব বেড়ে গেছে অত্যন্ত। যেহেতু সমগ্র নারায়ণগঞ্জ জেলার একমাত্র পরীক্ষা কেন্দ্র এটি— তাই এ মাদ্রাসার আশু সংস্কার করা প্রয়োজন। রমজানের পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আলিম ও ফাজিল পরীক্ষা। তাই ভবনটিকে দ্বিতল করা জরুরী প্রয়োজন। যাতে আসন সংকুলান হয় এবং দূর থেকে আগত ছাত্ররা প্রয়োজনে থাকতেও পারে। ছাত্রাবাসের জন্য আলাদা ভবন করা দরকার যাতে ছাত্রদের থাকার অসুবিধা দূর হয় এবং শ্রেণীকক্ষকে বাসকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে না হয়।

বর্তমানের এই ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থায় মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে আছে। তবে, যেটুকু ধর্মীয় জ্ঞান চর্চা হয় সমাজে তাও এ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার দরুনই। সুতরাং আমাদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির দিকে জোর দিতে হবে। মাদ্রাসাগুলোর উন্নতি ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধন করতে হবে। তবেই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটবে এবং প্রতিভাবান ধনীর ছেলেও এর প্রতি আকৃষ্ট হবে বলে সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

—তালহা ইবনে নজরুল